An EMC Bulletin

Behind the White COAT

EASTERN MEDICAL COLLEGE

● 1st Issue ● February 2019 ● Eastern Medical College, Cumilla, Bangladesh

শুভেচ্ছা বাণী

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় দেশের একটি স্বনামধন্য উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান। মহান মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক ও মানবিক চেতনাকে সমুন্নত রেখে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু'র কাংখিত স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মানের লক্ষ্য বাস্তবায়ণে দেশে আধুনিক বিজ্ঞান মনস্ক মানব সম্পদ উৎপাদনে এ বিশ্ববিদ্যালয় অগ্রণী ভূমিকা ও অবদান রেখে চলেছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা অনুষদের অধীনে সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলি দেশের চিকিৎসা শিক্ষা ও মানব সেবার মানউন্নয়নে নিরলস ভাবে কাজ করে সুনাম বৃদ্ধি করছে। ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজের সকল কার্যক্রমের পাশাপাশি ডাক্তাররা তাদের মেধাগুণে চিকিৎসা শিক্ষা ও সেবাকে জনগণের সচেতনতা সৃষ্টিতে ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজ, কুমিল্লার উদ্যোগে "Behind the White Coat" নামক চিকিৎসা ও সাহিত্য বুলেটিন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ মহতী উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্তদের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রাণঢালা অভিনন্দন। এই স্বাস্থ্য বিষয়ক বুলেটিন "Behind the White Coat" চিকিৎসকদের মেধা ও মনন বিকাশে একটি অপরিসীম ভূমিকা পালন করবে এ আমার বিশ্বাস। সংশ্লিষ্ট সকলের সাফল্য কামনা করছি।

প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী
উপাচার্য
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

গণতন্ত্রের মানসকন্যা বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত চিকিৎসা শিক্ষার উন্নয়নে চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। দেশের চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত মান এবং উচ্চশিক্ষা গ্রহণে এতদঞ্চলে চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎকদের উচ্চতর শিক্ষার দ্বার উন্মোচন, শিক্ষার পাশাপাশি সেবার পথও প্রশস্ত করেছে। চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভূক্ত ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজ, কুমিল্লা প্রতিষ্ঠার পর থেকে অব্যাহত অগ্রযাত্রার অংশ হিসেবে "Behind the White Coat" নামক চিকিৎসা ও সাহিত্য বিষয়ক বুলেটিন প্রকাশ একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ। আমি এ প্রকাশনার সাফল্য কামনা করছি।

প্রফেসর ডা. ইসমাইল হোসেন খান
উপাচার্য
চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

২০০5 সালে কুমিল্লায় বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজ চিকিৎসা শিক্ষা ও সেবায় অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছে। বাংলাদেশ ও তার পার্শ্ববর্তী দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় দেশের চিকিৎসা শিক্ষার মান ও সুনাম বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখে চলেছে। এ সাফল্যের ধারাবাহিকতায় "Behind the White Coat" আগামী দিনে চিকিৎসকদের মেধা ও মনন বিকাশের সাথে সাথে জনগণকে স্বাস্থ্য সচেতনতায় ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। প্রকাশনা সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

ড. শাহ মো. সেলিম
প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজ ও
প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ এসোসিয়েশন

"Behind the White Coat" চিকিৎসা ও সাহিত্য বিষয়ক বুলেটিন ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজের অগ্রযাত্রার একটি অংশ। ছাত্র-শিক্ষকদের শিক্ষা ও জনসচেতনতা বিষয়ক সেবামূলক লেখনিই হবে এর প্রধান উপজীব্য। ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজের আজকের এ অগ্রযাত্রায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের দিক নির্দেশনা প্রতিনিয়ত আমাদের অনুপ্রাণিত করছে। এ প্রকাশনার সুযোগ সৃষ্টিতে যারা ভূমিকা রেখেছেন তাদের সবার প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা।

অধ্যাপক ডা. গোলাম সামদানী
অধ্যক্ষ, ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজ ও

Personalized MEDICINE

"If it were not for the great variability among individuals medicine might as well be a science and not an art" by Sir William Osler. SNPs (single nucleotide polymorphisms) are the major source of this variation. SNPs arise a consequence of mistake during normal DNA replication and its average frequency about 1/1000 bp. There are some other source of variation like due to insertion, deletion, translocation, duplication and variable number of tandem repeat. In human being 99.9 percent bases are same. Remaining 0.1percent (□3M

Next > 02

ইএমসি ক্যাম্পাসে বিজয় মঞ্চ শাণিত'৭১

১৬ই ডিসেম্বর ২০১৮ মহান বিজয় দিবসে ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজ, কাবিলা ক্যাম্পাসে ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদদের স্মরণ করে তাদের বীর গাঁথা আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে স্থাপিত হয়েছে বিজয় মঞ্চ শাণিত'৭১। শাণিত'৭১ এর ফলক উন্মোচন করেন বাংলাদেশের ১ম জাতীয় পতাকার রূপকার কুমিল্লার অহংকার বীর মুক্তিযোদ্ধা বাবু শিব নারায়ণ দাশ। ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজের কাবিলা ক্যাম্পাস চত্বরের সম্মুখভাগে স্থাপিত এই বিজয় মঞ্চ স্থাপন উপলক্ষে বিকাল ৪টা ৩০ মিনিটে অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও চেয়ারম্যান ড. শাহ্ মোঃ সেলিম এর সভাপতিতে মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন বীরযোদ্ধা যথাক্রমে অধ্যাপক আব্দুর রব, নূরে আলম, আলী আজম। স্বাগত ভাষণ দিয়ে আলোচনার শুরুকরেন কলেজের উপাধ্যক্ষ কুমিল্লা মেডিকেল কলেজে সাবেক অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডাঃ মোঃ আতাউর রহমান। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য ও বিজয় দিবসের আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক অধ্যাপক ডাঃ মোসলেহ উদ্দিন আহমেদ, অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক অধ্যাপক ডাঃ মোঃ কলিম উল্লাহ প্রমূখ।

এরপর > ০৩

MEDICAL NEGLIGENCE IN THE EYE OF LAW

The medical profession is considered to be one of the noblest professions in the world. The practice of medicine is capable of rendering noble service to humanity provided due care, sincerity, efficiency, and professional skill is observed by the doctors. Be that as it may, today, the patient – doctor relationship has nearly reduced its trustee character and has turned out to be increasingly formal and organized. Doctors are no longer demonstrated as untouchable and beyond questioning. Corporatization of health care has made it like some other business, and the medical profession is progressively being guided by the benefit rationale instead of that of service. Then again, a well-publicized negligence case can destroy the specialist's career and practice. The law, like medicine, is a relative science. One can't foresee with certainty a result of cases numerous a period. It relies upon the specific facts and circumstances of the case, and furthermore the individual ideas of the judge concerned who is hearing the case. So the most ideal approach to deal with medico-legal issues is by counteracting them.

At the beginning, what is Negligence? Negligence can be termed as the breach of a duty caused by the omission to do something which a reasonable man, guided by those considerations which ordinarily regulate the conduct of human affairs would do, or doing something which a prudent and reasonable man would not do.

Next > 02

13 February 2019 Students meet in a BASANTA BORON organised by EMC 13 batch

বিশ্বব্যাপী চিকিৎসকদের সর্বস্বীকৃত পোষাক আবরণী White Coat বা সাদা রং এর Apron। এ Symbol of Dress Code এর স্বীকৃতির সার্থকতা হলো মানবতার সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করা। চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি চিকিৎসকদের দৈনন্দিন জীবনের পথচলায় চিকিৎসা বিষয়ক গবেষণা, ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনের সাথে জড়িয়ে থাকে তার সাহিত্য, সাংস্কৃতিক চর্চাসহ মানব কল্যাণের অন্যান্য দিকসমূহ। Behind the White Coat নামে ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ এ বুলেটিন প্রকাশের মাধ্যমে চিকিৎসা শিক্ষা ও সেবার মান উন্নয়নের পাশপাশি জনসচেতনা সৃষ্টিতে সহায়ক হবে বলে আমরা মনে করি।

আমাদের এ পথ চলায় সাথী থাকবে কলেজ শিক্ষকমন্ডলী, ছাত্র/ছাত্রীসহ চিকিৎসা শিক্ষা ও সেবায় সংশিষ্ট সকল শুভাকাংখি মহল।

এ মহতী উদ্যোগ আয়োজনে সংশিষ্ট সকল মহলের সার্বিক সহযোগীতা ও দিক নির্দেশনা পাথেয় হয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করুক Behind the White Coat.

এইআমাদেরপ্রত্যাশা।

ডা. মো. জাকিরুল ইসলাম
সম্পাদক

সম্পাদনা পর্ষদ

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
ড. শাহ্ মোঃ সেলিম
চেয়ারম্যান, ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজ।

উপদেষ্টামন্ডলী
- অধ্যাপক ডাঃ গোলাম সামদানী
  অধ্যক্ষ, ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজ।
- অধ্যাপক ডাঃ মোঃ আতাউর রহমান
  উপাধ্যক্ষ, ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজ।
- অধ্যাপক ডাঃ মোঃ কলিম উলাহ
  পরিচালক, ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।

সভাপতি মন্ডলী
- অধ্যাপক ডাঃ মোঃ মুজিবুর রহমান
  সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগ।
- মোসাম্মৎ শামীমা আক্তার
  বিভাগীয় প্রধান, অব্স এন্ড গাইনী বিভাগ।
- ডাঃ আরিফ আকবর শৈবাল
  সহযোগী অধ্যাপক, মেডিসিন বিভাগ।

সম্পাদক
ডাঃ মোঃ জাকিরুল ইসলাম
বিভাগীয় প্রধান, ফার্মাকোলজী বিভাগ।

সদস্য
- ডাঃ অংকুর দত্ত
  সিনিয়র প্রভাষক, কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগ।
- ডাঃ মাইনুল ইসলাম
  সহকারী রেজিষ্ট্রার, ইএনটি বিভাগ।
- আতাউল মাসুদ রাজীব
  প্রশাসনিক কর্মকর্তা (ফরেন এফেয়ার্স)
  ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজ।

Me And My Teachers

Dr. Esha (EMC-9)

When I try anything,
They become my guide.
When I look for anything,
They become my friend.
When I play anything
They become my partner.
When I need anything
They become my supplier.
When I dream anything.
They make it true.
When I do anything wrong,
They make it right.
When I keep smiling,
They become so happy.
When I search anything
They become my eyes.
When I paint anything,
They become my colour.
They are nobody else,
Only the Teachers of EMC.

Personalized MEDICINE

After > First Page

bases) make a person unique that is they differ with each other in respect of character, attitude, looks or disease he or she develops. These variations can be harmful or harmless or latent.

A case study shows individuals respond differently to the anti-leukemic drug 6-mercaptopurine. Most people metabolise the drug quickly. Doses need to be high enough to treat leukaemia and prevent relapse. Some individual metabolize the drug slowly and need lower dose to avoid toxic side effects of the drug. A small portion of people metabolize the drug so poorly that its effects can be fatal. The diversity in response is due to variation in the gene for an enzyme called TPMT (thiopurine methyltransferase). After a simple blood test individuals can be give doses of medication that are tailored to their genetic profile, that is genetic and metabolic data will allow drugs to be tailored to patients subgroup.

So personalized medicine has the ability to offer the right drug to the right patient for the right disease at the right time with the right dosage. Pharmacokinetics and pharmacodynamics are essential for asses the drug efficacy but pharmacogenetics (the effect of genetic variation on drug response and pharmacogenomics (the application of genomics to the study of human variability in drug response) are expected to play an important role in the development of better medicine to populations and targeted therapies with improve benefit/risk ratio for individuals.

So we can say that by using genomic profile and its variation, personalized medicine can tackle more complex diseases like cancer, heart disease, diabetes etc. and to develop new safe & effective treatment for a genetically defined subgroup of patient.

MEDICAL NEGLIGENCE

After > First Page

(Ratanlal and Dhirajlal, 2002). Whereas, Medical Negligence or Medical Malpractice is professional negligence by act or omission by a health care provider in which care provided deviates from accepted standards of practice in the medical community and causes injury or death to the patient, with most cases involving medical error. Any person, including doctors, nurses, or specialists, who assumes any part of the responsibility for a patient's medical care can be held liable for medical negligence.

There are several common acts which can be termed as Medical Negligence to be precise. Numerous negligence cases qualify as Misdiagnosis. The doctor looks at the patient yet neglects to analyze the right disease. The doctor may inaccurately claim the patient has no perceptible sickness, or the doctor may determine the patient to have a condition the individual in question does not have. Misdiagnosis counts as malpractice because it prevents the patient from receiving necessary treatment. The next common malpractice can be Failure to Treat. Sometimes a doctor arrives at the right diagnosis but fails to recommend adequate treatment. Those situations may constitute malpractice known as failure to treat. Failure-to-treat situations tend to occur when doctors are treating too many patients. This has become known as "putting profits over safety." Another familiar issue of this topic can be Surgical Errors. Performing incorrect or unnecessary surgery, mutilating organs, nerves, tissues during surgery, applying inappropriate amount of anesthesia, leaving surgical doctor must have to be careless or reckless while treating the patient. If the doctor performs his/her duty perfectly in the scale of how a reasonable physician would treat, it cannot be claimed as a negligent act. In continuation, the professional's negligence has to cause an additional injury for which it can be sued. And the effect of that injury must lead to specific damages like physical pain, mental anguish, and additional monetary bills; to prove it to be a malpractice. (Coulter Boeschen)

In Bangladesh there is no particular law on medical negligence except some scattered references on several medical codes, ethics, civil and criminal statutes and some constitutional articles. This area directly falls within tortuous liability which is not usually welcomed by our courts or the lawyers feel reluctant to resort to courts for various reasons. Even though, the Constitution of the People's Republic of Bangladesh can be a strong safeguard of the complete topic by its Article 32 mentioning Right to Life. Following that, according to section 3 of The Medical and Dental Council Act 1980, the council may remove any medical practitioner as per the law. Section 5(a) of the Code of Medical Ethics provides that gross negligence of medical and dental practitioners in their duties to their patient may be regarded as misconduct sufficient to justify the suspension or the removal of their names from the Registrar. Sections 304A and 336 of the Penal Code 1860 penalize and define negligence as an act which is "so rash or negligent as to endanger human life or the personal safety of others." Furthermore, The Medical Practice and Private Clinics and

equipment in patient's body etc are generally viewed as Surgical Errors. In addition to the above ones, Negligence relating to Childbirth or Birth Injury is among the most devastating types of medical malpractice. Expecting parents joyfully look forward to adding a new child to their family, they set up the kid's nursery, they invest hours talking about what the infant will grow up to be, and they plan for everything they can. They can't, be that as it may, plan for the sudden result of birth damage brought about by the specialist or healthcare provider's carelessness. In some instances, these birth wounds can even outcome in the passing of the baby or the mother. Then again, medical professionals are by all account not the only ones at risk in certain negligence cases. A few patients endure pointlessly in light of the fact that a medical device utilized on them was ineffectively structured or poorly functioning. This can be termed as Medical Product Liability which lies on the responsibility of healthcare providers or hospital authority. (Snyder & Wenner, PC, 2015)

However, the law has not been designed to molest the medical professionals unnecessarily or until the medical negligence is proven by law. There are few basic requirements for a claim and to prove that medical negligence has occurred. It must have to be shown that a doctor-patient relationship was there i.e. you hired the doctor and the doctor agreed to provide you service. After that, the Laboratories (Regulation) Ordinance 1982 and Consumers Rights Protection Act, 2009 considering healthcare system as service providers, contain provisions to address the issues regarding Medical Negligence and safeguard of rights of medical professionals. The false accusations against doctors or hospitals can be treated as "Defamation" and "Attacking Statements" by law and can be taken into account looking for remedy.

In summation, a victim of medical negligence in Bangladesh can approach the court seeking justice under the existing legal provisions. Doctors and healthcare providers are anticipated to be cautious about the legal consequences of their medically negligent practices, and they ought to indulge in ethical practices in order to abstain from getting entangled in questionable circumstances and litigations. Moreover, the existing law protects the rights and dignity of medical professionals to a reasonable extent.

Navid Nowroz Shah
Apprentice Lawyer, Disrict & Sessions Judge Court, Dhaka.
Co-Founder & Former President, North South University Law & Mooting

বিজয় মঞ্চ শাণিত’৭১

প্রথম পাতার পর

বিজয় মঞ্চের উদ্ভোধক বাবু শিব নারায়ণ দাশ তার বক্তব্যে সকল শ্রমজীবি ও পেশাজীবি মানুষের অধিকার রক্ষা করে আগামী প্রজন্মের শিক্ষা ও চিকিৎসার নিশ্চয়তা বিধানে সরকারের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। তিনি ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজে মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে শুনে কর্তৃপক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। কলেজের অধ্যয়নরত দেশী-বিদেশী ছাত্র/ছাত্রীরা স্বাধীনতার এই বীর পুরুষকে কলেজ ক্যাম্পাসে বিরল অভ্যর্থনা দিয়ে সম্মানিত করেন। ফলক উন্মোচন করে দেশী-বিদেশী ছাত্র/ছাত্রীরা নব স্থাপিত বিজয় মঞ্চে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। কুমিল্লার বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী আল্পনা উপস্থিত সকলকে সংগীত পরিবেশন করেন। পরবর্তীতে সন্ধ্যায় কলেজ অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডাঃ গোলাম সামদানী সভাপত্বিতে কলেজে অডিটরিয়ামে ৯ দিন ব্যাপী বিজয় উৎসবের সমাপনী অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ ও ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

ক্যাম্পাসে এনএসইউ টিম

গত ২৩ ও ২৪ নভেম্বর ২০১৮ নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি Law & Mooting Society I ELCOP (Empowerment Throgh Law of the common People) এর যৌথ উদ্যোগে স্ট্রীট ল এন্ড কমিউনিটি লয়ারিং বিষয়ক দুইদিন ব্যাপী কর্মশালা সম্পন্ন হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ল’ ডিপার্টমেন্টের শিক্ষার্থীরা গত ২৯ ডিসেম্বর ২০১৮ কুমিল্লায় সদর থানার কালির বাজার ইউপি হাই স্কুল, ধনুয়াইশ হাই স্কুল এবং আনন্দপুর ডিগ্রী কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ও স্থানীয় জনগনের সাথে বাংলাদেশের সাইবার আইন ও ক্রাইম বিষয়ক সচেতনতা তুলে ধরা হয়। পরবর্তীতে ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে Cyber Crime and Medical Negligence বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করে। কলেজ অডিটরিয়ামে বিকাল ৪ টায় অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন কলেজের এনাটমী বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডাঃ আবদুর রশীদ। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজের চেয়ারম্যান ড. শাহ্ মোঃ সেলিম। কলেজের বিভিন্ন ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রী ছাড়াও বিভাগীয় শিক্ষক মন্ডলী ও কর্মরত মেডিকেল অফিসারবৃন্দ উক্ত সেমিনারে অংশ গ্রহণ করেন। সেমিনারে বিষয় ভিত্তিক আলোচনা ও স্বাগত বক্তব্য রাখেন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির আইন বিভাগের শিক্ষক নাসমীন জেবিন নুর এবং নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি Law & Mooting Society’র বর্তমান সভাপতি আতিয়া মার্জিয়া সীন। মুল আলোচনা উপস্থাপনা ও সঞ্চালনের দায়িত্বে ছিলেন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির Law & Mooting Society’র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি নাভিদ নওরোজ শাহ্ ও সহ প্রতিষ্ঠাতা নাফিজ আহমেদ। ইএমসি–১৪ ব্যাচের ব্যবস্থাপনায় এনএসইউ’র আইন বিভাগের প্রায় ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী এ কর্মসুচিতে অংশগ্রহণ করে শিক্ষা সফর সমাপ্ত করেন।

Camera activities

EMC 14
In Chera Dip

8 December
Comilla Mukto Dibos
Observation

BASANTA UTSAV
2018

EMC 13
on campus

2018
football tournament

EMC-9
photo session

ইএমসি-১৫ ক্লাস উদ্বোধন

শেষের পাতার পর

শপথ বাক্য পাঠ করান কুমিল্লা জেলার সিভিল সার্জন ডাঃ মোঃ মুজিবুর রহমান।

দ্বিতীয় পর্বে অধ্যাপক ডাঃ গোলাম সামদানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নবিনদের বরণ আয়োজনে স্বাগত বক্তব্য দেন কলেজের সম্মানিত উপাধ্যক্ষ ও সার্জারী বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডাঃ মোঃ আতাউর রহমান। নবাগত দেশী-বিদেশী ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের বক্তব্য ছাড়াও অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ড. শাহ্ মোঃ সেলিম, ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজের প্রধান উপদেষ্টা উদ্যোক্তা পরিচালক অধ্যাপক ডাঃ মোসলেহ উদ্দিন আহমেদ, ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজের উদ্যোক্তা পরিচালক ও ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সম্মানিত পরিচালক অধ্যাপক ডাঃ মোঃ কলিম উল্লাহ, ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজের অন্যতম পরিচালক অধ্যাপক ডাঃ মোঃ শাহাব উদ্দিন সহ অনুষ্ঠানের উদ্বোধক কুমিল্লা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডাঃ মোহসিনুজ্জামান চৌধুরী ও বিশেষ অতিথি কুমিল্লা জেলার সিভিল সার্জন ডাঃ মোঃ মুজিবুর রহমান।

প্রধান অতিথির ভাষণে অধ্যাপক ডাঃ মোহসিনুজ্জামান চৌধুরী নবাগত দেশী-বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাগত জানিয়ে মানব সেবার ব্রত নিয়ে চিকিৎসা শিক্ষায় নিজেদের নিয়োজিত করার আহ্বান জানান। তিনি বাংলাদেশের বেসরকারী মেডিকেল কলেজগুলির মধ্যে অন্যতম একটি কলেজ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করায় ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজের উদ্যোক্তাসহ শিক্ষকমন্ডলীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। বর্তমানে প্রায় ২৫০ জন বিদেশী ছাত্র-ছাত্রী ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নরত হওয়ায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাংলাদেশের চিকিৎসা শিক্ষার ভাবমূর্তি উন্নয়নে সংশিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

সকাল ৮টা থেকে আমন্ত্রিত দেশী-বিদেশী অভিভাবকসহ কলেজের সকল ছাত্র-ছাত্রীদের বাংলাদেশের ঐতিহ্য শীতকালীন বিভিন্ন রকমের পিঠা পরিবেশন করা হয়।

ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের শোক ও নিন্দা

শেষের পাতার পর

শানিত’৭১ এ নিহতদের স্মরণে দাড়িয়ে ১ মিনিট নিরবতা পালন করে শোক প্রকাশ করে। অধ্যয়ণরত প্রায় ২৫০ জন বিদেশী ছাত্র-ছাত্রী শিখা প্রজ্বলন করে শোক র‍্যালীর মাধ্যমে শানিত’৭১ এ এসে নিহতদের স্মরণে শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

এ হামলার ঘটনা সন্ত্রাসী সংগঠন জইশ-ই-মোহাম্মদ স্বীকার করে নেওয়ায় অবিলম্বে তার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ, তাদের মদদ দানকারীদেরও কঠোর হস্তে দমনের আহবান জানান।

EASTERN MEDICAL COLLEGE

MERIT POSITIONS

Md. Arman Hossain
Final Prof. Exam. 10th place in merit list under the University of Chittagong. Held in July’11

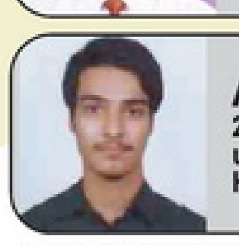
Saad Mohammad Quaish
1st Prof. Exam. 10th place in merit list under the University of Chittagong Held in July’12

Md. Atiqur Rahman
1st Prof. Exam. 7th place in merit list under the University of Chittagong Held in July’13

Ankit Regmi
2nd Prof. Exam. 2nd place in merit list under the University of Chittagong Held in July’15

Rabeya Tasnim
1st Prof. Exam. 9th place in merit list under the University of Chittagong Held in July’13
2nd Prof. Exam. 4th place in merit list under the University of Chittagong Held in July’15

Ramisha Tasneem
Hon’s in Anatomy & Biochemistry
1st Prof. Exam. 8th place in merit list under the University of Chittagong Held in May’18

Syed Insha Mushtaq Bukhari
Hon’s in Pharmacology
3rd Professional, Held in May’18
Kashmir, India

Syed Abrar Ahmad
Kashmir, India, Hon’s in Pharmacology
3rd Professional. Held in May’18

CONGRATULATIONS...

An EMC Bulletin
Behind the WhiteCOAT

প্রকাশনায় ■ ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজ
মুদ্রণে ■ কেএল গ্রাফিক্স
■ ০১৮৪২ ০১৪৮০০, ০১৭৪৮ ৮০০৫৯০
সম্পাদনায় ■ ডা. মো. জাকিরুল ইসলাম
নামকরণে ■ নাভিদ নওরোজ শাহ
■ emccomilla@yahoo.com

শিশুদের সাধারণ কিছু সমস্যা এবং প্রতিকার

ডাঃ এস এম এ সুফিয়ান
সহকারী অধ্যাপক, শিশু বিভাগ

সাধারণত শিশুর জন্মের দু'দিন পরে দেখা যায় এবং দুই সপ্তাহের মধ্যে ভাল হয়ে যায়। এসব শিশুকে সকাল বেলার রোদে ২০-৩০ মিনিট রোদ লাগালে জন্ডিস তাড়াতাড়ি কমে যাবে। তবে যদি শিশুর খাওয়া দাওয়া এবং নড়াচড়া কমে যায় বা জন্ডিসের মাত্রা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে মনে হয় তবে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিৎ।

নবজাতকের কান্না

সাধারণত দুটি প্রধান কারণের একটি হল ক্ষুধার কান্না। খিদে পেলে বাচ্চারা বেপরোয়া কান্না জুড়ে দিয়ে মুখ হা করে এদিক-ওদিক তাকাবে, অবশেষে হাতের আঙ্গুল মুখে দিতে চাইবে। এধরনের কান্না দেখলে বুকের দুধ দিলেই সে শান্ত হবে। অন্য কারণটি হল প্রাকৃতিক কর্ম করে ভিজে থাকা। ওরা যেহেতু বলতে পারে না তাই কান্নাই একমাত্র অস্ত্র। কাপড় ও বিছানা পাল্টে দিলেই আরাম পেয়ে শান্ত হয়ে যায়।

মেয়ে শিশুর যোনী থেকে রক্ত নির্গমন

প্রায়ই দেখা যায় মেয়ে নবজাতকের ক্ষেত্রে এমনটা হচ্ছে, এটা মায়ের হরমোন শিশুর দেহে সঞ্চালনের জন্য হয়ে থাকে। এর জন্য কোনো চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। দুই বা তিন দিনের মধ্যেই রক্ত যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়।

বমি করা

অধিকাংশ শিশু দুধ খাওয়ার পরই বমি করে দেয়। বাচ্চাদের বমি করাটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার যদি পাশাপাশি স্বাভাবিক ওজন বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। বমি করার প্রবণতা বেশি থাকলে দুধ খাওয়ানোর পরই শিশুকে উঁচু করে কিছুক্ষণ ধরে রাখতে হবে যাতে সে দুধ খাবার সময় যে বাতাস তার পেটে চলে যায় সেটা বের হয়ে যায় এবং সোজা হবার দরুন দুধটা পেটে তাড়াতাড়ি নেমে যেতে পারে।

খাবারে অনীহা

বাচ্চাদের খাবারের প্রতি অনীহা একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। দেখতে হবে মুখে কোন সংক্রমন আছে কিনা, রক্ত শূণ্যতা বা কৃমির সংক্রমন আছে কিনা, যদি না থাকে তবে কিছু প্রক্রিয়ার মাধ্যমে খাওয়ালে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়। যেমন অনেক বাচ্চার সাথে খাওয়ানো প্রতিযোগীতার মাধ্যমে, একেক দিন একেক রকম খাবার দেওয়া, ঘরে তৈরী খাবার দেওয়া, বাইরের খাবার পরিহার করা, বাচ্চার পচ্ছন্দের খাবার দেওয়া এবং জোর জবরদস্তী করে ভয়ভীতি দেখিয়ে না খাওয়ানো ইত্যাদি।

ভারতের কাশ্মীরে সংঘটিত সন্ত্রাসী হামলা

শোক ও নিন্দা ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের

ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের শোক র‍্যালী

ভারত শাসিত কাশ্মীরে গত ১৪ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার দেশটির সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ) এর ৪৫ জন সদস্য বোমা হামলায় নিহত এবং ৪১ জন আহতের ঘটনাকে কেন্দ্র করে কুমিলা ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নরত ভারতীয় ছাত্র/ছাত্রীরা তার প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়ে শোক প্রকাশ করেছে।

গত ১৫ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা ৭টায় ভারতীয় ছাত্র/ছাত্রীরা কলেজ ক্যাম্পাসের বিজয় মঞ্চে

এরপর ›০৩

ইএমসি-১৫ আড়ম্বরপূর্ণতায় ক্লাস শুরু

আজ ১২ জানুয়ারী'২০১৯ শনিবার। ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ এমবিবিএস কোর্সের নবাগত ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস উদ্বোধন উপলক্ষে ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজ, কাবিলা ক্যাম্পাস সেজেছে লাল সবুজের নতুন সাজে। নবাগত ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের পদচারনায় ক্যাম্পাস হয়েছে মুখরিত। নবাগত ছাত্র-ছাত্রীদের আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম পর্বে সকাল ১০:৩০ মিনিটে জাতীয় ও কলেজের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে পতাকা মঞ্চে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন অনুষ্ঠানের উদ্বোধক কুমিলামেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডাঃ মোহসিনুজ্জামান চৌধুরী। কলেজ পতাকা উত্তোলন করেন অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডাঃ গোলাম সামদানী। বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের পরপর কলেজে অধ্যয়নরত বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের স্ব-স্ব দেশের ভারতীয় ও নেপালী জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন। নবাগত ছাত্র-ছাত্রীদের

এরপর ›০৩

জেনারেল ওয়ার্ড,
সুপরিসর ক্যাবিন
আধুনিক সকল সুযোগ
সুবিধা সম্বলিত

বৃহত্তর কুমিল্লার
চিকিৎসা সেবার
অনন্য প্রতিষ্ঠান

সার্ভিস সমূহ
- ২৪ ঘন্টা জরুরী বিভাগ
- ডিজিটাল এক্স-রে ৫০০ এম. এ
- ইকো কার্ডিওলজি-২ডি এন্ড এম.মোড
- ২৪ ঘন্টা মেডিসিন সপ সার্ভিস
- ১২ চ্যানেল ডিজিটাল ই.সি.জি
- ব্লাড ব্যাংকসহ আধুনিক ল্যাবরেটরি সুবিধা

অন্যান্য অপারেশন
স্বল্প মূল্যে করানো হয়

সকল সার্জিকেল অপারেশনে
চিকিৎসা খরচ অন্য
যে কোন প্রাইভেট হাসপাতালের
প্রায় অর্ধেক।

চিকিৎসাপত্র ফি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক: ১৫০-২০০ টাকা
মেডিকেল অফিসার: ৬০-১০০ টাকা

শনিবার সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত দুস্থ ও গরীব রোগীদের জন্য বিশেষ ছাড়! বিশেষজ্ঞ সহ সকল নিবন্ধন ফি-১০০/- মাত্র।

ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। সকল প্যাথলজি, এক্স-রে সহ অন্যান্য পরীক্ষা স্বল্পমূল্যে করানো হয়।

বীরমুক্তিযোদ্ধা ও
শহীদ পরিবারের জন্য
বিশেষ ছাড় !

15th Batch

বিভিন্ন অপারেশন সমূহ
- নরমাল ডেলিভারি
- সিজার
- হিসটেরেকটমি (জরায়ু অপারেশন)
- ব্রেস্ট এ্যাবসেস ড্রেইনেজ
- গল ব্লাডার স্টোন (পিত্ত থলির পাথর অপারেশন)
- হারনিয়া
- ফিসটুলা/পাইলস
- এপেনডিক্স অপারেশন
- ইএনটি অপারেশন সমূহ

ইস্টার্ন
মেডিকেল কলেজ
হাসপাতাল
ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশে
কাবিলা, বুড়িচং, কুমিল্লা
০১৮৭৭৭৩০৭৫০, ০১৭৩৩৫৫৯৪৮৮

শীততাপ নিয়ন্ত্রিত এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস
০১৮৭ ৭৭৩০৭৫০
০১৭৩৩ ৫৫৯৪৮৮